মাসিক

সমন্বিত কৃষি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য বার্তা

COAST Foundation

৫৯ তম সংখ্যা | ডিসেম্বর- ২০২২

১০ম বর্ষ | অগ্রহায়ন - পৌষ ১৪২৮

উপকূলীয় সমন্বিত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি (সাইটেপ) ২০০৩ সাল থেকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে উপকারভোগীদের Poultry & Live-stock খাতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে আসছে। ক্ষুদ্র ঋন গ্রহীতারা সাধারনত কৃষি কাজ ও গবাদি পশু-পাখি পালনের সাথে সম্পৃক্ত। উপকারভোগীরা ঋনের বড় একটি অংশ (৭০%) বিনিয়োগ করেন কৃষি ও গবাদি পশু-পাখি পালন খাতে। ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং গবাদি পশু-পাখি রক্ষা এবং জাত উন্নয়নের জন্য কোস্ট ফাউন্ডেশন মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগীদের গবাদি পশু-পাখি বিষয়ক প্রশিক্ষন প্রদান, উপকরন সহায়তা, টিকা কার্যক্রম, কৃমিনাশক সেবন ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করে আসছে।

ভোলায় গরুর চর্ম রোগে আতঙ্কে খামারীরা

গত কয়েক বছর যাবৎ এ রোগ দেখা দিলেও এ বছর এ রোগের ব্যাপকতা বেশী বলে জানিয়েছেন জেলার লালমোহন উপজেলার কচুয়াখালী গ্রামের জাহানারা বেগম। এ রোগে আক্রান্ত হলে প্রথমে তার চামড়া ফুলে ঘোটা ঘোটা ঘায়ের মতো হয়ে যায়। তারপড় জ্বর আসে। অনেক সময় গরুর সে স্থানে চামড়ায় ঘা হয়ে যায়, সে স্থানে প্রথমে পানি জমে। গরু গাছের সাথে বা অন্য কোন কিছুর সাথে চামড়া ঘষতে থাকে। এক পর্যায়ে চামড়ায় ফোসকা পড়ে ইফেকশন হয়ে যায়। চলতি বছরের নভেম্বর মাস থেকে এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল। অজানা এই রোগে গবাদিপশু আক্রান্ত হওয়ায় এক ধরনের আতঙ্কের মধ্যে আছেন স্থানীয় গরুর খামারীরা। জেলার লালমোহন উপজেলার উপ-সহকারী প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা মোঃ বেলাল হোসেন জানান। প্রতি বছরই শীতে গরুর এ ধরনের রোগ হয়ে থাকে তবে এ বছর একটু বেশি দেখা দিয়েছে। এ রোগ হতে গরুকে রক্ষা করতে হলে গরুকে একটু বেশি যত্ন নিতে হবে। গরুকে নিয়মিত গোছল করানো, শীতে গোয়াল ঘরের চারপাশে চট বা পর্দা দিয়ে দিতে হবে যাতে শীত না লাগে। সব সময় গোয়াল ঘর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখতে হবে। আক্রান্ত স্থানে যাতে মশা-মাছি বসতে না পারে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। এ বিষয়ে কোস্ট ফাউন্ডেশন সাইটেপ প্রকল্পের মাধ্যমে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে খামারিদের কে সচেতনতা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করছেন।

ভোলার লালমোহনের বদরপুর গ্রামে গরুকে চর্ম রোগের চিকিৎসা দিচ্ছেন মাকসুদ, ছবিটি তুলেছেন ম্যানেজার হেলাল উদ্দিন।

কুতুবদিয়ায় বিষমুক্ত নিরাপদ সব্জি চাষে সফলতা

কুতুবদিয়ায় গোনার মোরে নিরাপদ সব্জি সংগ্রহ করছেন লুৎফুন্নাহার ছবি উঠিয়েছেন টেকনিক্যাল অফিসার শাহাদাত হোসেন।

কুতুবদিয়ায় নিরাপদ সব্জি চাষ করে সাড়া জাগিয়েছেন লুৎফুন্নাহার দম্পত্তি। কোন প্রকার রাসায়নিক সার ব্যবহার ছাড়াই উৎপাদিত সব্জি কিনতে ভিড় জামাচ্ছেন স্থানীয়রা। স্থানীয়দের নিরাপদ বিষমুক্ত সব্জি দিতে পেরে খুশি এই দম্পত্তি। উপজেলার গোনার মোর গ্রামের লুৎফুন্নাহার জানান, বহু দিন ধরে আমি সব্জি চাষ করি। সব্জি চাষই আমার আয়ের একমাত্র পথ। তিনি আরও বলেন এই সব্জি চাষে ব্যাপক রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করতে হতো। কীটনাশকের দামও প্রচুর তা ব্যবহারের ফলে নিজেরও শ্বাস কষ্ট সহ বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয়। বিকল্প খুজছিলাম বহুদিন ধরে। স্থানীয় কোস্ট ফাউন্ডেশনের টিকা ক্যাম্পে সেক্স ফেরোমনের কথা জানতে পারি। সংস্থার লোকজনের সহযোগীতায় এই বছর ৪০ শতাংশ, বেগুন, করল্লা, সীম চাষ করেন। কোন কীট নাশক ছাড়াই সেক্স ফেরোমোন ট্রেপের মাধ্যমে ক্ষতিকারক পোকা-মাকড় দমন করেন। ফলনও হয়েছে ভাল। এ পর্যন্ত ফসল উৎপাদনে খরচ হয়েছে ১৫ হাজার টাকা। জমির এক তৃতীয়াংশ ফসল বিক্রি করেছেন ২০ হাজার টাকায় বাকী ফলনের মূল্য ৫০ হাজার টাকা হবে বলে জানান এই দম্পত্তি। শুধু টাকার হিসাবই নয়, নিরাপদ সব্জি উৎপাদনে তিনি খুশি, নিজের পরিবার সহ মানুষকে বিষমুক্ত সব্জি দিতে পেরে ভাল লাগার কথা জানান।

তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রন করে শীতে কোয়েলের বাচ্চা ফুটাচ্ছেন রুনা।

শীতকালে ব্রুডিং করার পড় বাচ্চা মারা যাওয়ার কারন অনেকেই জানেন না। শীতকালে কোয়েল/ মুরগি পালনকারীরার বাচ্চা ব্রডিং করে থাকেন। শীতের সময়ে বাচ্চা ব্রুডিং করার পর পর অনেক সময় বাচ্চা মারা যায়। এতে খামারিদের লোকশান হয়ে থাকে। তেমনই একজন রুনা বেগম। চট্রগ্রাম জেলার সাতকানিয়া বকশির গ্রামের বসিন্দা রুনা। স্বামী মুদি ব্যবসায়ী দুই মেয়ে ও স্বামী নিয়ে চার জনের সংসার। রুনা বসত ঘরে শুরু করেন কোয়েল পালন। কোয়েলের ডিম বাজারে বিক্রি করেন। কিন্তু কোয়েলের বাচ্ছা ফুটানো বিষয়ে তার আগ্রহ থাকলেও ছিলোনা কোনো ধারনা। কোস্ট ফাউন্ডেশনের সাইটেপ প্রকল্পের টেনিক্যাল অফিসারের পরামর্শে গত বছর শুরু করেন মিনি হ্যাচারি বাচ্চা উপাদন। শীতে বাচ্চার মৃত্যুর হার বেশি থাকায় গত বছর হ্যাচারীতে শীত মৌসুমে বাচ্চা উৎপাদন বন্ধ ছিলো। এ বছর কোস্ট ফাউন্ডেশন সাইটেপ প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসারের পরামর্শে শীতে ২৫০০ বাচ্চা উৎপাদন করেন। শীতে বাচ্চা ব্রুডিং করার সময় দ্রুত মর্টালিটির অন্যতম একটি কারন হলো হাডলিং। সাধারনত ঠান্ডা অনুভভ করলে এবং যথেষ্ঠ ফ্লোর স্পেস না পেলে একত্রে জড়ো হতে থাকে এবং একটির উপর আরেকটি উঠে। এর ফলে অনেক বাচ্চা মারা যায়। বাচ্চা যাতে মারা না যায় সে জন্য নিয়মিত রুনা বেগম কে পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন কোস্ট ফাউন্ডেশনের টেকনিক্যাল কর্মী। কত তাপ মাত্রা রাখতে হবে। পরামর্শ মত রুনা বাচ্চার খাদ্য, পানি, তাপমত্রা ও চিকিৎসা এবং বাচ্চা ব্রুডিং করছেন। শীতে বিভিন্ন হ্যাচারিতে বাচ্চা উৎপাদন বন্ধ থাকায় এবং বাচ্চার চাহিদা বেশি থাকায় রুনা শীতে বেশী দামে বাচ্চা বিক্রি করতে পারবেন বলে আশা করছেন।

নিজ হ্যাচারীতে কোয়েলের বাচ্চাকে ব্রুডিংয়ের মাধ্যমে তাপ দিচ্ছেন রুনা বেগম
ছবি: কংকেশ্বর চন্দ্ররায়। টেকনিক্যাল অফিসার

টিকা কার্যক্রম

গবাদি পশু ও হাঁস মুরগির ভ্যাকসিন বা টিকা গরু, ছাগল ও হাঁস মুরগিকে মারাত্নক ভাইরাস ও ভ্যাকটেরিয়াজনিত রোগ হতে বাঁচতে সহায়তা করে। নিয়মিত ও সময় মতো যদি এ পশুপাখিকে প্রতিটি ভাইরাস ও ভ্যাকটেরিয়া প্রতিরোধের টিকা প্রদান করা হয়, তাহলে খামারিরা লাভবান হবেন। এরি আলোকে প্রতি মাসে কোস্ট ফাউন্ডেশন ৬ টি অঞ্চলে গবাদি পশু পাখির টিকা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ডিসেম্বর'২২ ইং মাসে কোস্ট ফাউন্ডেশনের ৬ টি অঞ্চলে মোট ১১ টি টিকা ক্যাম্প করা হয়। উক্ত ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে মোট ৯৯৮ টি হাঁস-মুরগি এবং ১৯৬ টি গরু-ছাগলের টিকা এবং ৬৫ টি পশুকে কৃমিনাশক দেওয়া হয়েছে।

কুতুবদিয়ার মুরালিয়া গ্রামে ছাগলের পিপিআর টিকা দিচ্ছেন টেকনিক্যাল অফিসার শাহাদাত হোসনে। ছবি তুলেছেন শাখা ব্যবস্থাপক মোরশেদ।

চরাঞ্চলে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম

কোস্ট ফাউন্ডেশন ২০০৩ সাল থেকে ভোলার বিভিন্ন চরে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আসছে। চর কুকরীর সুখী বেগম জানান, যখন তিনি গর্ভবতী হন কোস্ট স্বাস্থ্য কর্মী শ্যামলের নিকট তিনি নিয়মিত চেকআপ করাতেন, আয়রনজনিত সমস্যার কারনে পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সেবন করেন এবং সস্তা দামে পুষ্টিকর খাবার খান।

চর কুকরীতো সুখী বেগমের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছেন শ্যামল।
ছবি-হাসনাত শাখা ব্যবস্থাপক।

চেকআপে সমস্যা না থাকায় স্থানীয় ধাত্রীর মাধ্যমে সন্তান প্রসব হয়। তিনি জানান ৭ম মাসে গর্ভে সন্তান নড়াচড়া না থাকায় রুমা বেগমকে উপজেলা গাইনী বিশেষজ্ঞের নিকট চেকআপে পাঠান পরীক্ষায় গর্ভের সন্তানের মুভমেন্ট স্বাভাবিক থাকায় বাড়িতেই সন্তান প্রসবের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বর্তমানে মা ও সন্তান দুজনেই সুস্থ্য আছে।

কুতুবদিয়ায় স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম

উঠান বৈঠক ও বাড়ী পরিদর্শনের মাধ্যমে কুতুবদিয়ায় অক্টোবর'২২ মাসে গর্ভবতী মা ১৪জন, দুদ্ধদানকারী মা ৪১ ও ৭৯ জন শিশুকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা দেওয়া হয়। কোস্ট প্যারামিডিক্যাল কর্মী অমর চাকমা এই স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করেন।

সম্পাদকীয়- সমন্বিত কৃষি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য বার্তার এই সংখ্যা প্রকাশে মাকসুদ সহ যারা লেখা পাঠিয়ে এবং অন্যান্যভাবে সহযোগীতা করেছেন কর্মসূচির পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

যোগাযোগ: ০১৭১৩৩৬৭৪১৬ ইমেইল mizan@coastbd.net